



6991 - শরিয়তসম্মত হজীবরে বশেষিট্য়াবলি

প্রশ্ন

ইসলামী হজীবরে যবে বশেষিট্য়গুলো থাকা অপরাহিার্য সগেগুলো ককি? কারণ হজীবরে হরকে রকম মডলে রয়েছে।

ডনেমার্করে নাগরকি আমার এক বান্ধবী আছে। যনি কিছুদিন পূর্ববে ইসলাম গ্রহণ করছেন। (আলহামদু ললিলাহ) ইসলাম গ্রহণ করে তনি খুশি। তনি হজীব পরতে চান।

আশা করছি, আপনি আমাদরেকে জানাবনে যবে, ‘ হজীব সর্বাঙ্গ-আচ্ছাদনকারী লম্বা পোশাক (জলিবাব) হওয়া আবশ্যক’ এ বিষয়টি কথায় উদ্ধৃত আছে? তনি আপনার জবাবরে খুবই মুখাপকেষী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শাইখ আলবানী (রহঃ) বলনে:

হজীবরে শর্তাবলি হচ্ছ:

এক: সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা; শুধু যবে অংশটুকুর ব্যাপারে ব্যতিক্রম বধিান এসছে সেইটুকু ছাড়া:

এই শর্তটি আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে রয়েছে: “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদরেকে, কন্যাদরেকে ও মুমনিদরে নারীদরেকে বলুন, তারা যনে তাদরে জলিবাব (সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনকারী পোশাক) এর একটা অংশ নজিদরে উপর ঝুলিয়ে দেয়ে (যাতে করে গোটো দহে ঢেকে যায় একটা চোখ বা দুইটা চোখ ছাড়া)। এতে করে তাদরেকে (স্বাধীন নারী হিসেবে) চনো সহজতর হবে, ফলে তাদরেকে উত্থকত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্বমশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৯]

প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে সকল সাজ-সজ্জা (তথা সাজগোজরে অঙ্গসমূহ) ঢেকে রাখা ও পর-পুরুষরে সামনে সবে সবরে কোন কিছু প্রকাশ না-করা আবশ্যকীয় হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তবে, অনচ্ছাকৃতভাবে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে সটোর কারণে তারা গুনাহগার হবে না; যদি তারা অনতবিলিম্ববে সটো ঢেকে নেয়ে।

ইবনে কাছরি (রহঃ) তাঁর তাফসরিবে বলনে:



অর্থাৎ পর-পুরুষকে সাজ-সজ্জার কোন কিছু দেখাবে না। তবে, যা লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয় সটো ছাড়া। ইবনে মাসউদ বলেন: যমেন চাদর ও কাপড়-চোপড়। অর্থাৎ আরব নারীরা যে পদ্ধতিতে মাথা-বন্ধনী ব্যবহার করত; যা দিয়ে নারী তার পোশাককে ঢেকে রাখত। পোশাকের নীচ দিয়ে যে অংশটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে তাতে কোন অসুবিধা নাই। কোননা সটো ঢেকে রাখা সম্ভবপর নয়।

দুই: পোশাকটি নিজি কারুকাজ খচতি না হওয়া:

যহেতু আল্লাহ বলছেন: “তারা যেনে তাদের সজ্জা প্রকাশ না করে”। এ বাণীটি এর ব্যাপকতা দিয়ে বাহ্যিক পোশাককেও অন্তর্ভুক্ত করে; যদি সো পোশাক নারীর দিকে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক নকশাবশিষ্টি হয়। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর তোমরা নিজিদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহলৌ যুগের মত নিজিদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বড়িও না।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তনি ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করো না (অর্থাৎ তাদের পরণিত জিজ্ঞাসার যোগ্য নয়): যে ব্যক্তি (মুসলমানদের) দল ত্যাগ করে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। যে দাসী বা দাস পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। যে নারীর স্বামী তার পার্থক্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সফরে বেরিয়েছে, সে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী নিজির রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বড়িয়েছে; এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করো না।”[মুসতাদরাক হাকমে (১/১১৯), মুসনাদে আহমাদ (৬/১৯) গ্রন্থে ফুয়াল বনিত উবাইদ এর হাদিস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, সনদ সহি এবং হাদিসটি ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থেও রয়েছে]

তনি: পোশাকের বুনন ঘন হওয়া; পোশাক স্বচ্ছ না হওয়া:

কারণ কাপড়ের বুনন ঘন না হলে এর দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয় না। বরং স্বচ্ছ পোশাক নারীকে আরও আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার উম্মতের শেষে যামানায় এমন কিছু নারী আসবে যারা পোশাক পরা সত্ববে উল্গ। তাদের মাথার উপরে থাকবে খোরাসানি (লম্বা-গলা বশিষ্টি) উটেরে কুঁজেরে মত (অর্থাৎ তারা নিজিদের চুলের সাথে অন্য কাপড় বা পাগড়ী বঁধে মাথাকে বড় করে ফুটাবে)। তোমরা তাদেরকে লানত কর। কোননা তারা লানতের উপযুক্ত।” অন্য এক রওয়ায়তে বর্ণিত অংশ হচ্ছে: “তারা জান্নাতেরে প্রবেশে করবে না। জান্নাতেরে সুবাসও পাবে না; যদিও জান্নাতেরে সুবাস এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।”[সহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস]

ইবনে আব্দুল বারর বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন, যে সকল নারী এমন হালকা কিছু পরিধান করে যা শরীরকে আচ্ছাদিত না করে ফুটিয়ে তোলে; এমন নারীরা নামমাত্র পোশাক পরিহিতা, প্রকৃতপক্ষে এরা উল্গ।[সুয়ুত ‘তানওয়িরুল হাওয়ালিক’ গ্রন্থে (৩/১০৩) ইবনে আব্দুল বারর থেকে উদ্ধৃত করছেন]

চার: পোশাকটি ঢলিঢোলা হওয়া, শরীরের কোন কিছু ফুটিয়ে তোলে এমন আঁটসাঁট না হওয়া:



কারণ পোশাক পরার উদ্দেশ্যে হচ্ছ- ফতিনা (আকর্ষণ) রোধ করা। ঢলিঢোলা পোশাক ছাড়া এটি রোধ করা সম্ভব নয়। আঁটসাঁট পোশাক যদিও চামড়ার রঙ ঢেকে রাখে, কিন্তু এটিনারী দহেরে কথিবা দহেরে অংশ বশিষেরে গঠন-প্রকৃতি ফুটয়ি তোলো এবং পুরুষেরে চোখে চিত্রিতি করে। এতহে রয়ছে অনৈতিকতা ও অনৈতিকতার দকি আহ্বান; যা কারো কাছো অস্পষ্ট নয়। তাই পোশাক প্রশস্ত হওয়া আবশ্যকীয়। উসামা বনি যায়দে (রাঃ) বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি মটো মশিরীয় পোশাক উপহার দলিনে; যো পোশাকটি দহিয়া-কালবী তাঁকো উপহার দয়িছেলি। সো পোশাকটি আমা আমার স্ত্রীকো পরতো দলিাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললনে: তুমি সেই মশিরী পোশাকটি পরছ না কেনে? আমা বললাম: আমা আমার স্ত্রীকো দয়িছে। তিনি বললনে: তাকে আদশে দবিযে যাতো করে এই পোশাকেরে নীচে একটি শমেজি পরো। কেনো আমার আশংকা হচ্ছ- এই পোশাকটি তার হাড়রি আকৃতি ফুটয়ি তুলবো।”[হাদিসটি আল-যিয়া আল-মাকদসি ‘আল-আহাদসি আল-মুখতার’ (১/৪৪১) গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী হাসান সনদে বর্ণনা করছেন]।

পাঁচ: পোশাকটি সুগন্ধি মাখানো কথিবা ধূপায়তি না হওয়া:

কারণ অনকে হাদসি, নারীরা যখন ঘর থেকে বরে হয় তখন সুগন্ধি লাগানো থেকে নিষিধোজ্ঞা এসছে। এখনো আমরা সহহি সনদে বর্ণতি হয়ছে এমন কছু হাদসি উল্লেখ করব:

১. আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যো তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

“যো নারী সুগন্ধি মখে (পুরুষ) জনসমষ্টির পাশ দয়িযে গমন করে যাতো করে তার সুগন্ধি তাদরে নাকে লাগো সো নারী ব্যভচিরী।”

২. যয়নব আল-সাকাফিয়্যা থেকে বর্ণতি আছে যো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যদি তোমাদরে কউ (সম্বোধন নারীকো) মসজদি আসতো চায় সো যনে সুগন্ধি স্পর্শ না করে”।

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যো নারী ধূপ দ্বারা সুবাসতি হয়ছে সো যনে আমাদরে সাথে শষে-এশার নামাযে হায়রি না হয় (উদ্দেশ্য হচ্ছ- এশার নামায; যহেতো মাগরবিরে নামাযকো ‘এশা’ বলা হয়, সজেন্য শষে-এশা বলছেন)”।

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে মুসা বনি ইয়াসার বর্ণনা করনে যো: এক নারী তাঁর পাশ দয়িযে যাচ্ছলি যার গায়ো থেকে তীব্র সুঘ্রাণ আসছলি। তখন তিনি বললনে: ওহো পরাক্রমশালীর বান্দী, তুমি মসজদি যতো চাও? মহলিটি বলল: হ্যাঁ। তিনি বললনে: মসজদি যাওয়ার জন্যই সুগন্ধি মখেছে? মহলিটি বলল: হ্যাঁ। তিনি বললনে: তুমি ফরিযো ও এবং গোসল কর। কারণ আমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো শুনছে: “যো নারী তীব্র সুঘ্রাণ নয়িযে মসজদি আসবো আল্লাহ তার নামায কবুল করবো না; যতক্ষণ না সো নারী বাড়ীতে ফরিযে গয়িযে গোসল করে আসো।”



এ হাদিসগুলো থেকে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পশে করার প্রকরণী হচ্ছ- এ উক্তগুলোর ব্যাপকতা। যহেতে ‘সুগন্ধি মাখানো’ বা ‘সুগন্ধি লাগানো’ কথাটি শরীরে সুগন্ধি লাগানো এবং জামা-কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষতঃ তৃতীয় হাদিসে ধূপধূনার কথা বলা হয়েছে। ধূপধূনা দহেরে চয়ে পোশাকে বেশি দিয়ে হয় এবং এটি পোশাকের জন্য খাস।

এই নষিধোজ্ঞার কারণ সুস্পষ্ট। যহেতে সুগন্ধি যটন কামনাকে চাঙগা করে তোলো। আলমেগণ সুন্দর পোশাক, চোখে পড়ে এমন অলংকার, উৎকট সাজগোজ এবং পুরুষদের সাথে অবাধ-মলোমশোকো এ র অন্তর্ভুক্ত করছেন। [দখুন: ফাতহুল বারী (২/২৭৯)]

ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন: “এ হাদিস থেকে মসজিদে গমনে নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম জানা যায়। যহেতে সুগন্ধি পুরুষের যটন কামনাকে চাঙগা করে। [আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যায় ‘আল-মুনাওয়ী তাঁর ‘ফায়যুল কাদরি’ গ্রন্থে উদ্ধৃত করছেন]

হয়: পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া:

যহেতে বেশে কিছু সহি হাদিসে পোশাক-আশাকে কথিবা অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীকে লানত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা যে হাদিসগুলো জানি সেগুলো থেকে কিছু আপনার কাছে তুলে ধরছি:

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহলীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে লানত করছেন।”

২। আব্দুল্লাহ বনি আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “যে নারী পুরুষের সাথে সাদৃশ্য ধারণ করে কথিবা যে পুরুষ নারীদের সাথে সাদৃশ্য ধারণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর রূপ ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের রূপ ধারণকারী নারীদেরকে লানত করছেন।” তিনি আরও বলছেন: “তাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বের করে দাও”। ইবনে আব্বাস আরও বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন এবং উমর (রাঃ) অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় এসছে- “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্যগ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারীদেরকে লানত করছেন।”

৪. আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তিনি শ্রণীর লোক জান্নাতে প্রবেশে করবে না এবং কয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না: পতিমাতার অবাধ্য



সন্তান, পুরুষদরে সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারী এবং দাইয়ুস (ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে যে পুরুষ)।”

৫. ইবনে আবু মুলাইকা (তাঁর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ বনি উবাইদুল্লাহ) বলেন: আয়শো (রাঃ) কে বলা হল: কোন নারী কি (পুরুষের) স্যান্ডলে পরতে পারে? তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারীদের উপর লানত করছেন।”

এই হাদিসগুলোতে নারীদের জন্য পুরুষের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং পুরুষদের জন্য নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই সাদৃশ্য গ্রহণ পোশাক-পরচ্ছদকে এবং অন্যান্য বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে; শুধু প্রথম হাদিসটি ছাড়া। সে হাদিসটি এককভাবে পোশাকের ব্যাপারে।

সাত: কাফরে নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া:

শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত বিধান হচ্ছে— মুসলিম নর-নারীর জন্য কাফরেদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা নাজায়যে; সটো তাদের উপাসনার ক্ষেত্রে হোক, কথিবা তাদের উৎসবের ক্ষেত্রে হোক, কথিবা তাদের নিজস্ব পোশাকাদির ক্ষেত্রে হোক। এটি ইসলামী শরিয়তের মহান একটিনীতি। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হচ্ছে— অনেকে মুসলমান এই নীতিকে লঙ্ঘন করছেন; এমনকি যারা দ্বীন পালনে সচতেন, দাওয়াতী কাজে তৎপর তারাও নিজদের অজ্ঞেতাশতঃ কথিবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, কথিবা সময়ের স্বভাবে গা ভাসিয়ে, কাফরে ইউরোপের অনুকরণে এ নীতিলঙ্ঘন করছেন। যার ফলে, এটি মুসলমানদের পছিয়ে পড়া, দুর্বল হয়ে পড়া, তাদের উপর বধির্মীদের আধিপত্য অর্জন করা ও উপনিবেশবাদের শিকার হওয়ার অন্যতম একটিকারণ। “নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজদের অবস্থা নিজেরো পরিবর্তন করে”[সূরা রাদ, আয়াত: ১১] হয়, তারা যদি বুঝত।

সকলের জানা উচিত, এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটির শুদ্ধতার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলিল রয়েছে। যদিও কুরআনের দলিলগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ; কিন্তু সুন্নাহতে সেগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে, যতভাবে ব্যাখ্যা সর্বদা সুন্নাহতে এসে থাকে।

আট: পোশাকটি খ্যাতি অর্জন করে জন্য না হওয়া:

দলিল হচ্ছে ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য পোশাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাকে আগুনে জ্বালাবেন”।[‘হজিবুল মারআতিলি মুসলিমি’ (পৃষ্ঠা ৫৪-৬৭) সংকলতি]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।